COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক অধিকার বার্তা

মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance

৫৯ তম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২২, অক্টোবর-২০১৬ইং পঞ্চম বর্ষ

স্বপ্ন পুরনের পথে অনেকটাই এগিয়ে হারুন।

লালমোহন উপজেলার, লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের, ৭নং ওয়ার্ডের, সৈয়দাবাদ বেড়ির পাড়ের বাসিন্দা হত দরিদ্র হারুন, পিতা মো: বশির উল্ল্যাহ। চরম দারিদ্রতায় আচ্ছন্ন হারুনের পরিবারটি।

ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সহায়তায় গত ২০/১১/২০১৫ ইং তারিখ হারুন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিনা সুদে ঋন সুবিধা গ্রহন করেছিলো।পরিশ্রম করেই নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চেয়েছে সে। গরু লালন পালনের মধ্য দিয়ে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হতে চাইলেও মুলধন খুজে না পাওয়ায় বেশি দুড়ে এগোতে পারেনি এতোদিন। ইউনিয়ন পরিষদের হত দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল খেকে প্রাপ্ত ১০০০০ টাকার ঋনের সাথে কষ্টের সঞ্চিত আরো ৬০০০ টাকা যোগ করে ১৬০০০টাকা দিয়ে গরু ক্রয় করেছিলো এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা লালন পালন করতে থাকে যার ফলে গরুটি খুব দ্রুতই বেড়ে উঠে ।হারুনের স্বপ্ন ছিলো গরুটি অন্তত পক্ষে ২৮,০০০/= থেকে ৩০,০০০/= বিক্রয় করবে এবং তার সাথে কিছু টাকা যোগ করে আরো দুটি গরু ক্রয় করবে।

ঋনের টাকায় যখন হারুন একটা গরু ক্রয় করেছিলো

প্রায় এক বছর লালন পালন করার পর অবশেষে গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখ হারুন তার গরুটি ৩৯৫০০টাকায় বিক্রি করে।সেই টাকার সাথে নদীতে অন্যের নৌকায় মাছ ধরার পারিশ্রমিক ও দৈনিক মজুরীরর কাজের জমানো বাবদ প্রায় ২০৫০০ টাকা যোগ করে মোট ৬০,০০০ টাকা দিয়ে ২টি গাভী ও একটি বাছুর ক্রয় করে। নদীতে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকলে হারুনের স্ত্রী মাহিনুর বেগম গরুগুলো লালন পালন করে।

হারুন মনে করে নিজের ভাগ্য নিজেরই তৈরি করে নিতে হয় সে জানায় লোনের টাকা নিয়ে আমি ১টি গরু কিনেছিলাম এখন আমি ৩টি গরুর মালিক, আমার স্বপ্ন গরুর খামার তৈরি করবো, পরিশ্রম করবো নিজের হাতেই নিজের ভাগ্য তৈরি করবো।

হারুন এখন তিনটি গরুর মালিক,স্বপ্ন তার আরো দুরে যাওয়ার

হারুনের এই দৃড় প্রতিজ্ঞাই হারুনকে তার স্বপ্ন পুরনের পথে অনেকটা সামনে নিয়ে এসেছে। সময়ের সাথে সাথে হারুন অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। তার এই পথ চলাকে ইতিমধ্যে অনেকেই অনুসরন করছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম মিয়া বলেন হারুনের মতো এ ধরনের অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছে যাদের আমরা বিনা সুদে লোন দিচ্ছি,এই লোনের অর্থের সাথে আরো কিছু মুলধন যোগাড় করে বিভিন্ন ভাবে তারা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

স্ব-উদ্যোগে নাগরিক কমিটির রাস্তার ভাংতি মেরামত

হাসান নগর ইউনিয়নটি,ভোলা জেলার, বোরহানউদ্দিন উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী একটি নদীভংগা কবলিত ইউনিয়ন। অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা রাস্তা-ঘাট ,পুল-সেতু ও বেরিবাধের সংস্কারের অভাবে অনায়াসে জোয়ারের পানি ঢুকে প্লাবিত হয় উক্ত ইউনিয়নের অধিকাংশ বাড়ি ঘর ও রাস্তা ঘাট।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও অবকাঠামোগত ও ননঅবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা সহ সাধারন নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্বশীল ভুমিকা পালন করতে ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল প্রকল্পের শুরুতেই।সভায় ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের পথ খুজে বের করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়।গত সেপ্টেম্বর মাসের নিয়মিত মাসিক সভায় নাগরিক কমিটির পল্লী অবকাঠামোগত বিষয়ক সম্পাদক তছলিম মাঝি উপস্থাপন করেন আমাদের অত্র ওয়ার্ডের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই মুহূর্তে মধ্য হাসান নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একদম নদীর ব্লক পর্যন্ত যে রাস্তাটি রয়েছে তার উপর বিশাল ভাংতিটি।প্রায় ২৫-৩০ফুটের এই বিশাল ভাঙ্গতিটি একদম স্কুলের পাশেই জোয়ারের পানিতে সৃষ্টি হয়েছে।এই ভাঙ্গতিটির কারনে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যাবস্থা একেবারেই স্থবির হয়ে পড়েছে।ব্যাবহার উপযোগী না থাকায় উক্ত ওয়ার্ডের ছেলে মেয়েরা যারা স্কুল, মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে শত শত মানুষ যারা নিত্যদিন বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গায় আসা যাওয়া করে তারা মারাত্মক সমস্যার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে এবং ব্যহত হচ্ছে তাদের দৈনন্দিন সকল কার্যক্রমের।সভায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতের্র সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ ইউপি চেয়ারম্যান এর কাছে বিষয়টির আবেদন করলে এই মুহূর্তে কোন প্রকার বরাদ্দ নেই বলে তাদের ফিরিয়ে দেন। ইউনিয়ন পরিষদের কাছে কোন সহযোগীতা না পেয়ে তারা এলাকায় ফিরে গিয়ে নাগরিক কমিটির সাথে আবারো আলোচনায় বসে এবং সিদ্ধান্ত নেয় নিজেদের উদ্যোগেই রাস্তাটি তৈরী করবেন এবং নিজেদের কষ্ট নিজেরাই দূর করবেন ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সভাপতি মো: সিরাজুল ইসলাম ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মো: নজরুল এর নেতৃত্বে সকল সদস্যরা মিলে ওয়ার্ডের জনসাধারনের কাছ থেকে যার যার সামর্থ অনুযায়ী নগদ টাকা সংগ্রহ করেছেন যাদের সামর্থ নেই তারা দৈহিকভাবে শ্রম দিয়েছেন আবার কেউ কেউ উভয়ভাবেই সহযোগিতা করেছেন।সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাস্তার উপর ভাঙ্গতিটির মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যার নির্মান ব্যায় দাড়ায় নগদ প্রায় ১২,০০০টাকা। এতে ৮জন শ্রমিক চুক্তি ভিত্তিতে ৩দিন কাজ করে, দৈনিক ৫০০ টাকা করে মোট ১২০০০টাকা।চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের সাথে সাথে নাগরিক কমিটির সিরাজুল ইসলাম,নজরুল ইসলাম,শাখাওয়াত মিয়া,হাদিস মিয়া সহ প্রায় ২৫-৩০ জন স্থানীয়রা নিজেরাই স্বেচ্ছায় মাটি কাটে যার আনুমানিক শ্রম মুল্য প্রায় ৩৭৫০০ টাকা। নাগরিক কমিটির এই ধরনের উদ্যোগের ফলে প্রায় ৫০ হাজার টাকার কাজ ১২ হাজার টাকায় সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে রাস্তাটি দিয়ে দৈনিক প্রায় হাজার খানেক মানুষ খুব সহজেই স্কুল, মাদ্রাসা ও তাদের নিত্য দিনের কর্মকান্ডে আসা যাওয়া করতে পারছে। ৬নং ওয়ার্ডের রফিজল মাঝি বলেন রাস্তায় যে ভাংতি ছিলো তার কারনে আসা যাওয়া

রাস্তার উপর বিশাল ভাঙ্গতির কারনে পথ চলাচলে মারাত্মক সমস্যা

নাগরিক কমিটির উদ্যেগে রাস্তার ভাঙ্গতি মেরামতের কার্যক্রম চলছে

রাস্তার ভাংতিরকাজ শেষ হওয়ার পর নাগরিকদের পথ চলা

করতে সবারই দুর্ভোগে পরতে হতো।এলাকার সাধারন মানুষরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন নাগরিক কমিটির সদস্যদের উদ্দ্যোগে রাস্তাটি নির্মান করে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।যা ভবিষ্যতে আমাদের সংগঠিত হয়ে কাজ করতে সহযোগিতা করবে। এই ধরনের মহতি উদ্দ্যোগের জন্য ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সবাইকে ধন্যবাদ জানায় তারা।

প্রশিক্ষন পেয়ে স্বাবলম্বী লিলিমা রানী।

জনসংগঠনের উদ্দ্যোগে উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে হাঁস মুরগী পালনের উপর গত ০৭/১১/২০১৫ ,৭নং পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের যে ৪০ জন হত দরিদ্র নারীকে গজারীয়া বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কতৃক আন্ত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছিল তারই একজন লিলিমা রানী।

প্রশিক্ষনে অন্যান্যদের সাথে লীলিমা রানীর স্বত স্ফুর্তঅংশ গ্রহন

০৭নং পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের হিন্দু গ্রামের বাসিন্দা তিনি। দুই ছেলে, দুই মেয়ে, স্বামী একজন সাধারন কৃষক, কৃষি কাজ করে যে আয় হয় এতে সংসার চালাতে অনেক কষ্ট। এমনকি ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করানো সম্ভব হয় না। জনসংগঠনের সদস্যরা গ্রামের গরীব নারীদের তালিকা তৈরী করে হাঁস, মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে উপজেলা যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট তালিকা জমা দেয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এসে প্রশিক্ষনের আয়োজন করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে স্বার্বক্ষনিক সহযোগিতা করে। গত ০৭/০১১/২০১৫ইং তারিখ শুরু হয়ে ১৪/১১/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহব্যাপি প্রশিক্ষন কার্যক্রম চলে।লিলিমা রানী উক্ত প্রশিক্ষনটি খুবই মনযোগ সহকারে সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষন শেষে নিজের বাড়ির হাস মুরগীর ভ্যাকসিন দেওয়ার পাশাপাশি অন্যদের অনুরোধে তাদের হাস মুরগীগুলোকেও ভ্যাকসিন দিতে থাকেন এতে করে প্রতিবেশীরা খুশি হয়ে ভ্যাকসিনের দাম সহ তাকে মুরগী ও হাস প্রতি কিছু সম্মানী প্রদান করে থাকে। আয়ের একটি নিদীষ্ট পথ খুজে পায় লিলিমা রানী। উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস থেকে ঔষধ ক্রয় করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়মিত হাঁস মুরগীর ভ্যাকসিন করেন।প্রতি মাসে ২,০০০ থেকে ২,৫০০ টাকা আয় করেন বর্তমানে তার আয়ের কারনে স্বামীর উপর সংসার চালানো চাঁপ অনেকটাই কমে গেছে। কৃতজ্ঞতার ভাষা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন অনেক কষ্টে দিন কাটাতাম ঠিকমত তিন বেলা খেতে পারতামনা বাচ্চাদেরও খেতে দিতে পারতাম না। জনংগঠনের মাধ্যমে আমার উপকার হয়েছে সুন্দর ভাবে সংসার চালানোর গতি ঠিক করতে পেরেছি।আমার ছোট ছেলেটাকে লেখাপড়া করাইয়ে মানুষের মত মানুষ করতে হবে।

প্রশিক্ষন শেষে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিলিমা রানীর ভ্যাকসিন প্রদান

জনসংগঠনের ইউপির আয়,ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন।

প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জন সম্পৃক্ততার যেমন কোন বিকল্প নেই ঠিক তেমনি সাধারন নাগরিকরা যদি তাদের ইউনিয়ন পরিষদের আয় ব্যায়ের হিসাব নিকাশগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করে ও দেখতে পারে তাহলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে ও টেক সই উন্নয়ন এর ধারা অব্যাহত থাকবে।

ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ৯নং ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নে গত ১৯/০৭/২০১৬ ইউনিয়ন জনসংগঠন তাদের মাসিক সভায় সাধারন নাগরিকদের সম্পৃক্তার মধ্য দিয়ে জনসংগঠন ইউনিয়ন পরিষদের আয় ব্যয় হিসাব নিয়মিত পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।তারই ধারাবাহিকতায়।ইউনিয়ন পরিষদ সচিব জনাব মো: মোকাম্মেল হক ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ইউপি'র বার্ষিক আয়-ব্যায় বিবরনী জনসংগঠন নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থাপন করেন। ইউনিয়ন পরিষদের কেশখাতা,চেক রেজিস্টার,ষাম্মাষিক ও বার্ষিক রিপোর্ট সহ অন্যান্য বিষয়গুলো জনসংগঠন নেতৃবৃন্দ চেক করেন। কোন কোন খাত হতে কত আয়,কোন কোন খাতে কত ব্যয় করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখেন এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ইউপির আয় ব্যায়ের হিসাব পরিদর্শন করছেন জনসংগঠন

এ ধরনের হিসাব ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে আর কখনও নেওয়া হয়নি বলে সচিব জানান।তিনি বলেন, বিগত দিনে আমরা এ তথ্যগুলো গোপন করতাম কিন্তু এই ধারনা আমাদের ভুল ছিল এখন থেকে আমরা আমাদের ইউনিয়নের সকল তথ্য নোটিশ বোর্ডে সর্ব সাধারনের জন্য উম্মুক্ত রাখছি। তিনি অরো জানান ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য যে কেউ জানতে চাইলে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করলে তাকে তা প্রদান করা হবে।
জনসংগঠনের সাধারন সম্পাদক আমেনা বেগম বলেন ইউনিয়ন পরিষদে কোন কোন খাত হতে আয় আসে এবং কোন কোন খাতে ব্যয় হয় তা আমাদের জানা দরকার।আমরা রশিদ,ভাউচার কেশখাতার সাথে মিলিয়ে দেখেছি এবং পরামর্শও দিয়েছি। এই নিয়মে পরিদর্শন করতে পারলে ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা

ভোলা জেলায় দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের আওতাধীন ইউনিয়ন গুলোর স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে সেবার মান যাচাই এর মধ্য দিয়ে সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সামাজিক নিরীক্ষা (সোশ্যাল অডিট) কার্যক্রম শুরু হয়।ইউনিয়ন জনসংগঠনও সাধারন নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়,যারা সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানের কমিউনিটি ক্লিনিক ,ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র পরিদর্শন, এফজিডির মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহন, সংশ্লিষ্ট ব্যাবস্থাপনা কমিটির সাক্ষাৎকার গ্রহন করার মাধ্যমে সেবার বর্তমান চিত্র চিত্রায়িত করেন।সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য মাঠ পর্যায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের সংলাপে উপস্থাপন করা।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা সদর হাসপাতালে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	১০৮
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১২
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৭	০৭
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	১২	১২
সোশ্যাল অডিট	৪৬	৪৬
মাসিক সমন্বয় সভা	০১	০১

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন।"বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

মোঃ আবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৪৩৬
hasan@coastbd.net www.coastbd.net